দৈনিক সংবাদ

283

তারিখ ... AUG 10 1999
পৃষ্ঠা ... ৪ ... কলাম ... ৩ ...

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতাল ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

বর্তমান সরকার পিজি (IPGMR) হাসপাতালকে মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে রূপান্তর করেছেন – যার বর্তমান নাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় (BSMMU)। খুবই আশা ও আনন্দের কথা এখানে আরো উন্নততর চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। রোগীদের সুচিকিৎসা ও সেবার জন্য সরকার বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এ ধরনের মহৎ কাজের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে সাধুবাদ জানাই। দেশের বড় বড় অপারেশন চিকিৎসা অধিকাংশই এখানে সম্পন্ন হয়ে থাকে এবং ইদানীং চিকিৎসার ক্ষেত্রে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালটি বেশ সুনাম অর্জন করতে যাচ্ছে। হয়ত সরকারের পূর্ণ সহযোগিতা পেলে আরো উন্নতমানের অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ইত্যাদির যোগান ও ব্যবহারের ফলে উন্নত চিকিৎসা সেবার পাশাপাশি দক্ষ নতুন নতুন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকও এখন থেকেই সৃষ্টি হবে। তাতে কোন সন্দেহ নেই।

আমাদের দেশের হাসপাতালগুলোর চিত্র খুবই করুণ, অসন্তোষজনক। তাছাড়া খুব কম সংখ্যক রোগীই সুচিকিৎসা পেয়ে থাকেন। যারা প্রচুর অর্থব্যয় করতে পারেন তারাই কেবল উন্নত সেবা পাওয়ার অধিকারী। এটাই বাস্তব সত্য। একটি স্বাধীনদেশে এই রীতি খুবই দুঃখজনক ও হতাশাব্যঞ্জক। তবে যাই হোক, অন্তত পক্ষে আমাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী BSMMU (সাবেক PG) -এর সুনাম যেকোন প্রকারেই হোক ধরে রাখতে হবে। সকলকে এর জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। কারণ সুচিকিৎসা/ সেবা পেতে হলে সকলকে ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে একযোগে ক্ষুদ্র স্বার্থ ত্যাগ করে বৃহৎ স্বার্থের প্রতি নজর দিতে হবে।

গত কিছুদিন পূর্বে BSMMU-তে গিয়েছিলাম। সি-ব্লকে 'শিশু শল্য বিভাগের' ২ ডি-২১৩ নং রুমে আমার এক আত্মীয়কে দেখতে। অপারেশনের রোগী। সেই সুবাদে সপ্তাহখানেকের অভিজ্ঞতা। দ্বিতীয় তলার উক্ত ওয়ার্ডের কর্তব্যরত ডাক্তার সাহেবদের ব্যবহার কর্তব্যনিষ্ঠা সত্যিই প্রশংসনীয়। তবুও কিছু কিছু দোষ-ত্রুটি লক্ষণীয়। এক অপারেশনের রোগীর অভিভাবক একজন স্টাফ নার্সকে বললেন, Sister আমার বাচ্চা (সন্তান) বুক ব্যথায় এবং জ্বরে কাতরাচ্ছে ...। Sister কথার কোন জবাব না দিয়ে অন্য এক স্টাফের সাথে গল্পে মশগুল। তখন রোগীর অভিভাবক পুনরায় বললেন, Sister অন্তত একজন ডাক্তারকে ডাকুন। নার্স আফরোজা রূঢ়ভাবে বললেন, 'এখন আর সেই PG হাসপাতাল নেই, যখন তখন ডাক্তার ডাকলেই পাওয়া যায়। এখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল ইউনিভার্সিটি। যান ..., পরে দেখব ...।' তখন সম্ভবত রাত ৯টা। উক্ত স্টাফ নার্সের সম্পর্কে খোঁজ নিয়ে জানলাম উনার ব্যবহার খুবই রূঢ়। ভাগ্যিস এ সময়ে অন্য এক স্টাফ নার্স রোগীর প্রতি সদয় হয়ে দ্রুত টেলিফোনে ডাক্তার সাহেবের সাথে কথা বলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন। তা না হলে রোগীর যে কি হতো ...। যাক এই একই ওয়ার্ডে নিয়োজিত একজন ওয়ার্ড বয়ের ব্যবহারও খুবই খারাপ। তবে বখশিশ/নজরানা ইত্যাদি পেলে আবার ভাল। তখন কড়াকড়ি আইন-কানুন ইত্যাদির কোনকিছুরই বালাই থাকে না। বখশিশ না দিলে অনেককে বিভিন্নভাবে হয়রানি হতে হয়।

তবে যাই হোক, অল্প কয়েকদিনের অভিজ্ঞতার আলোকে একটি ওয়ার্ডের অংশবিশেষের সামান্য চিত্র তুলে ধরলাম মাত্র। আরেকটি বিষয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকেও নজর দেয়া খুবই জরুরি। আমাদের দেশের আন্তর্জাতিক মানের এই মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালটির ঐতিহ্য সুনাম অবশ্যই ধরে রাখতে হবে। এর জন্য প্রয়োজনীয় যা যা করণীয় তা কর্তৃপক্ষকে অচিরেই করতে হবে। আমাদের প্রয়োজনেই। আমাদের সকলের স্বার্থেই।

মোঃ ফারুক হুসেন তালুকদার
এমএ (শিক্ষা)
নেত্রকোনা।